সংবাদমাধ্যমে জেন্ডার-বিষয়ক
অঙ্গীকার সনদ

ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবাদকর্মীদের মধ্যে এবং পরিবেশিত সংবাদে নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেন্ডারের উপস্থিতির ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে সংবাদমাধ্যমের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীলতা বিষয়ে একটি অঙ্গীকার সনদ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই সনদ সংবাদপ্রতিষ্ঠানে এবং তাদের পরিবেশিত সংবাদে সব জেন্ডারের উপস্থিতি, অংশগ্রহণ এবং সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ করবে।

এই সনদ প্রণয়নে মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের (এমআরডিআই) উদ্যোগে সাংবাদিকতার শিক্ষক, সংবাদমাধ্যমের সিদ্ধান্তগ্রহীতা, সাংবাদিক, অধিকারকর্মী, উন্নয়নকর্মী এবং জেন্ডার ও আইন-বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ১০ জনের একটি দল গঠন করা হয়। সেই দল ১১টি বৈঠকের মাধ্যমে সনদটি তৈরির কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ এবং প্রতিটি স্তরে পর্যালোচনার পর চূড়ান্ত সনদ প্রণয়নের জন্য কাজ করে। সনদ প্রণয়নে ১৫টি দলভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে রাজধানী ও জেলা পর্যায় থেকে ১২৯ অংশীজনের মতামত ও পরামর্শ নেওয়া হয়।

এই সনদে জেন্ডার বলতে নারী, পুরুষ এবং অন্য সব লিঙ্গ ও লিঙ্গপরিচয়ের মানুষকে বোঝানো হয়েছে। বৈচিত্র্যের মাত্রা হিসেবে শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ‘লিঙ্গ’ এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্মাণের ভিত্তিতে ‘জেন্ডার’ বা ‘লিঙ্গপরিচয়’ দুটোই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জেন্ডারসাম্য ও জেন্ডার-সংবেদনশীলতা বলতে সংবাদপ্রতিষ্ঠানে এবং পরিবেশিত সংবাদে ন্যায্যতার ভিত্তিতে সব জেন্ডারের সমান অধিকার, সুযোগ ও উপস্থিতি এবং সংবেদনশীল আচরণ ও উপস্থাপনা বোঝানো হয়েছে। এই সনদে বিষয়গুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সামগ্রিক ঐকতানের মধ্যে বিবেচনা করার প্রচেষ্টা রয়েছে।

সনদের উদ্দেশ্য

সংবাদমাধ্যমে জেন্ডারের সমতা, ন্যায্যতা, মর্যাদা ও সংবেদনশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে এই সনদ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড, নীতি ও পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই সনদের উদ্দেশ্য:

১. সংবাদকর্মীদের মধ্যে জেন্ডারের সমতা ও ন্যায্যতার জন্য লিখিত নীতি ও সহায়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

২. লিখিত নীতি অনুসারে দায়িত্ব ও পালার বণ্টনসহ দৈনন্দিন কাজ, ব্যবস্থাপনা ও কর্মপরিবেশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিসর, দক্ষতার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ এবং সব প্ল্যাটফর্মে পরিবেশিত সব ধরনের সংবাদে (প্রতিবেদন, মতামত, দৃশ্য-উপাদান ইত্যাদি) সব জেন্ডারের সমান ও ন্যায্য উপস্থিতি নিশ্চিত করা;

৩. সব ধরনের সংবাদ তৈরিতে জেন্ডার-সংক্রান্ত উপেক্ষিত বিষয়গুলো তুলে আনা;

৪. বিজ্ঞাপনে জেন্ডারের ক্ষতিকর ও গৎবাঁধা উপস্থাপন রোধ করতে সচেতন থাকা।

অঙ্গীকার সনদ

আমরা স্বাক্ষরকারীরা এই সনদের সঙ্গে সহমত পোষণ করছি এবং অঙ্গীকার করছি যে:

১. অংশগ্রহণে সমতা

আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা এমনভাবে নীতি নির্ধারণ এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরি করব, যেন সব ক্ষেত্রে জেন্ডারের সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা:

১.১.১ নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এবং/অথবা মেধা অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা অনুসরণ করব।

১.১.২ সবার জন্য আইন ও ন্যায্যতাভিত্তিক বেতনকাঠামো, সমকাজের জন্য সমবেতন ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করব।

১.১.৩ নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আনুষঙ্গিক দক্ষতা প্রধান মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করব। তাঁর জেন্ডার-সংবেদনশীল আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিও বিবেচনায় নেব। সমান যোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক জেন্ডারের প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেব।

১.১.৪ বিভিন্ন জেন্ডারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক কার্যনীতি (Affirmative Action) প্রণয়ন করব। নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় জেন্ডার-বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকব এবং প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থার উদ্যোগ নেব।

১.২ কর্মক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা:

১.২.১ সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে সব জেন্ডারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগ ও পদায়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার-বৈষম্য দূর করার সক্রিয় ও দৃশ্যমান উদ্যোগ নেব।

১.২.২ কর্মক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা ও পদায়নের ক্ষেত্রে যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণ প্রধানভাবে বিবেচনা করব। জেন্ডারভেদে বৈষম্য করব না। নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক জেন্ডারের কর্মীদের ব্যবস্থাপনার পদে আনতে সচেষ্ট ও সহায়ক থাকব।

১.২.৩ সংবাদমাধ্যমের ব্যবস্থাপকেরা এসব বিষয় নিয়মিত তদারক করবেন।

১.৩ কর্মক্ষেত্রের আবহ ও পরিবেশ:

১.৩.১ যেসব সমস্যা কোনো জেন্ডারকে হেয়প্রতিপন্ন বা বঞ্চিত করে, কর্মক্ষেত্রে সমতার আবহ নিশ্চিত করার জন্য সেসব দূর করব।

১.৩.২ জেন্ডার এবং অন্যান্য বৈচিত্র্য বা বিশেষ চাহিদার কারণে কর্মক্ষেত্রে কোনো ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ, সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থার প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে দৃশ্যমান ও সক্রিয় পদক্ষেপ নিশ্চিত করব।

১.৩.৩ জেন্ডার-সংবেদনশীল আচরণবিধি প্রস্তুত করব এবং তা কার্যকরভাবে পালনের জন্য তথ্য প্রদান, আলোচনা, প্রশিক্ষণ, ফলোআপসহ বিষয়টি নিবিড় পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করব।

১.৩.৪ সব জেন্ডারের নিশ্চিত অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (যেমন নারী, পুরুষ ও অন্যান্য জেন্ডার এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী টয়লেট, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র এবং সাবলীল কর্মপরিসর) নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকব।

১.৩.৫ আইনানুগ ও পর্যাপ্ত মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং সমতুল্য অন্য ছুটি নিশ্চিত করব। নতুন মা ও বাবাদের জন্য প্রয়োজনে নমনীয় কর্মঘণ্টা রাখা হবে। ছুটিশেষে কাজে ফেরার পর কর্মী যেন কোনো বৈষম্য বা বাধার মুখোমুখি না হন এবং তাঁর মূল্যায়নে নেতিবাচক ছাপ না পড়ে, সে বিষয়ে সজাগ থাকব।

১.৩.৬ কর্মীদের মধ্যে জেন্ডারসংক্রান্ত ধারণা, সংবেদনশীলতা ও সৌহার্দ্য বাড়াতে এবং নেতিবাচক মানসিকতা পরিবর্তন করতে নিয়মিত আলোচনা, কর্মশালা, সৃজনশীল চর্চা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করব।

১.৪ প্রশিক্ষণ:

১.৪.১ সংবাদপ্রতিষ্ঠানের ভেতরে এবং স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে আয়োজিত সব ধরনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জেন্ডারসাম্য রক্ষা করব।

১.৪.২ সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রয়োগমুখী প্রশিক্ষণের সব স্তরে জেন্ডারের ধারণা, সংবেদনশীলতা ও ন্যায্যতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করব।

১.৪.৩ প্রযুক্তির নতুন নতুন ক্ষেত্রের প্রশিক্ষণে সব জেন্ডারের ভারসাম্যপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করব।

১.৫ দায়িত্ব বণ্টন:

১.৫.১ সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ সব ধরনের দায়িত্বে জেন্ডারসাম্য অর্জনের চেষ্টা করব।

১.৫.২ দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতাই হবে প্রধান বিবেচ্য। গৎবাঁধা ধারণার ভিত্তিতে দায়িত্ব দেব না।

১.৫.৩ দায়িত্ব পালনের জন্য জেন্ডারভেদে প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ ও সহায়তা নিশ্চিত করব। কোনো বিশেষ সুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে তার জোগান দেব।

১.৫.৪ দৈনন্দিন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণে জেন্ডারভেদে বৈষম্য করব না। ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য এসব উপকরণ কেনার ক্ষেত্রে সহায়তা দিতে বৈষম্য করব না।

২. পরিবেশিত সংবাদে জেন্ডারের উপস্থিতি ও উপস্থাপন

২.১ জেন্ডার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট নৈতিকতা-সংক্রান্ত নির্দেশনা ও নিয়মাবলি প্রণয়ন করব। কোনো জেন্ডার, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, সক্ষমতা, শ্রেণি বা পেশার মানুষের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ বা বিরূপ মনোভাব তৈরি করার মতো কিছু এবং জেন্ডার-বিষয়ক গৎবাঁধা ধারণা প্রকাশ ও প্রচার করব না। তাদের জীবনযাপনের চাহিদা ও দাবি মানুষের গোচরে আনব।

২.২ সমাজে বিভিন্ন জেন্ডারের বহুমুখী ভূমিকা ও অংশগ্রহণ তুলে ধরব। প্রতিবেদন ও ফিচারসহ পরিবেশিত সংবাদে বিভিন্ন জেন্ডারের কণ্ঠস্বর, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত অন্তর্ভুক্ত করব। সংবাদে বিশেষজ্ঞ, মুখপাত্র, সাক্ষী, উপস্থিত ব্যক্তি হিসেবে যথাসম্ভব সব জেন্ডারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করব।

২.৩ দৃশ্য-উপাদানের সঙ্গে সংবাদের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করব। কারও যেন কোনো অযাচিত ক্ষতি বা অবমাননা না হয়, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা মানবিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখব। কেবল ছবি নয়, লেখাসহ পরিবেশিত সব ধরনের সংবাদের কোনো উপকরণে বা সামগ্রিকভাবে যেন এমনটা না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকব।

২.৪ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা প্রস্তুত করব–যেন শব্দ, বর্ণনা, লেখার সুর বা বিন্যাসের মাধ্যমে কোনো জেন্ডারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবমাননা না হয়।

২.৫ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের সংবাদপ্রতিষ্ঠান থেকে যেন অহেতুক কোনো অবমাননামূলক সংবাদ, ছবি, ভিডিও বা সংবাদের অংশ প্রকাশিত না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ রাখব।

২.৬ প্রকাশিত সংবাদে তথ্যগত ভুলসহ যেকোনো অযাচিত ক্ষতি হলে দ্রুত তা স্বীকার করে পূর্ণাঙ্গ সংশোধনী প্রকাশ করব। ডিজিটাল পরিসরে প্রকাশিত সংবাদ সংশোধন করা হলে সেখানে সংশোধনী-সংক্রান্ত তথ্য যুক্ত করব।

২.৭ বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ওপরে বর্ণিত অসংবেদনশীলতার কোনো প্রকাশ যেন না ঘটে, সে বিষয়ে সজাগ ও সচেষ্ট থাকব।

৩. নীতিমালা

৩.১ আমাদের সুস্পষ্ট ও লিখিত নীতিমালায় (যেমন: নিয়োগ নীতিমালা, মানবসম্পদ নীতিমালা, সম্পাদকীয় নীতিমালা, নীতিনৈতিকতার বিধি/আচরণবিধি, জেন্ডার নীতিমালা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নীতিমালা, বিজ্ঞাপন নীতিমালা/দিকনির্দেশনা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নীতিমালা ইত্যাদি) জেন্ডার-বিষয়ক মাত্রার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করব। এগুলোতে অংশগ্রহণ ও উপস্থাপনসংক্রান্ত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩.২ নীতিমালায় প্রাসঙ্গিক আইন, বিধি ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালার প্রতিফলন নিশ্চিত করব। তবে জেন্ডারের সমতা ও ন্যায্যতা এবং স্বাধীন ও সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য প্রতিকূল বিধিবিধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেব।

৩.৩ বিভিন্ন জেন্ডারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক কার্যনীতি (Affirmative Action) প্রণয়ন করব।

৪. স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

৪.১ জেন্ডার-নির্বিশেষে সব কর্মীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করব।

৪.২ নিরাপদে যাতায়াতের জন্য যথাপ্রয়োজন পরিবহনব্যবস্থা রাখব।

৪.৩ বিশেষ করে নারী এবং প্রান্তিক জেন্ডারের সাংবাদিকদের নৈশকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করব।

৪.৪ কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যালয়ে একটি অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠন করব। যৌন হয়রানি বা নিপীড়ন ছাড়াও যেকোনো ধরনের বৈষম্যের অভিযোগ শোনার ও প্রতিকারের ব্যবস্থা রাখব।

৪.৫ সহিংসতা, সংঘর্ষ, প্রকৃতি ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগসহ যেকোনো বৈরী পরিবেশে বা যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি ও চাপ, ডিজিটাল হয়রানি, আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা এবং আইনগত ঝুঁকি ও হয়রানিসহ সব ধরনের নিরাপত্তাহীনতা থেকে সব কর্মীর সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় লিখিত নীতি ও ব্যবস্থা নিশ্চিত করব। ঝুঁকি বিচার করে প্রয়োজনমতো সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।

৫. পরিবীক্ষণ

সনদে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তার তদারকি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করব।

সনদটি যারা লিখেছেন

দলনেতা

ড. গীতি আরা নাসরীন, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্যগণ (নামের বানানের বর্ণানুক্রমিক)

১. **ড. কাবেরী গায়েন,** অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২. **কুররাতুল আইন তাহমিনা,** সাংবাদিক ও প্রশিক্ষক
৩. **তালাত মামুন,** নির্বাহী পরিচালক, চ্যানেল ২৪
৪. **ফউজুল আজিম,** অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস
৫. **মাসুমা বিল্লাহ,** প্রোগ্রাম হেড, জেন্ডার জাস্টিস এন্ড ডাইভার্সিটি, ব্র্যাক
৬. **শীপা হাফিজা,** সমতা ও মানবাধিকারকর্মী
৭. **সাজ্জাদ শরীফ,** নির্বাহী সম্পাদক, প্রথম আলো
৮. **সীমা মোসলেম,** যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
৯. **হোচিমিন ইসলাম,** অধিকারকর্মী

সনদ তৈরিতে সহযোগী অংশীদল

১. সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক ও সম্পাদক

২. স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক

৩. সাংবাদিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ

৪. নারী সাংবাদিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ

৫. সাংবাদিক, সহ-সম্পাদক এবং বার্তাকক্ষ সম্পাদক

৬. সংবাদমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতা

৭. সংবাদমাধ্যমের অনলাইন ও ডিজিটাল বিভাগের সিদ্ধান্তগ্রহীতা

৮. সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক

৯. জেন্ডার সমতা ও অন্যান্য বৈচিত্র (দলিত, নৃগোষ্ঠী, শ্রেণি, লিঙ্গ ও জেন্ডার, প্রতিবন্ধিতা) নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি

১০. গণমাধ্যম ও সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি

১১. আইনি সহায়তা, মানবাধিকার এবং জেন্ডার জাস্টিস নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি

১২. ঢাকার বাইরে তিনটি বয়স ভিত্তিক পাঠক ও দর্শক